তারিখ ... 8 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি

'দিন বদলের বইছে হাওয়া—শিক্ষাই আমার প্রথম চাওয়া' এই স্লোগানকে সামনে রাখিয়া দেশে ৭ জানুয়ারি হইতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১০ উদযাপন হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর বেগবান ও বিস্তৃত করা এই সপ্তাহ উদযাপনের উদ্দেশ্য। সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকারের এক বছরের অর্জন এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচির ওপরে আলোকপাত করা হইয়াছে। বর্তমান সরকার ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চলতি নূতন শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিনেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের বই তুলিয়া সরকার অভূতপূর্ব সফলতা দেখাইয়াছে। শিক্ষার্থীদের শুরু হইতেই প্রতিযোগিতাপরায়ণ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে প্রবর্তন করা হইয়াছে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৪শত ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার গড়ে প্রায় ৯০ শতাংশে ছিল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে এই পরীক্ষায় ২০ ভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করিতে না পারা এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ঝরিয়া পড়ার হার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের নানা দুর্বলতা ও বেহাল দশারই বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষা খাতে এক বছরের অর্জন লইয়া সরকারি মহলে আত্মতুষ্টি লাভ সঙ্গত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এই খাতের লক্ষ্য অর্জনে এখনো অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে। শিক্ষার মনোন্নয়নে কাঠামোগত উন্নয়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা এখনো সন্তোষজনক নহে। বহু গ্রামীণ জনপদে স্কুলের অভাব যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে দক্ষ শিক্ষকের অভাবও। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঔদাসীন্য লইয়াও রহিয়াছে নানা অভিযোগ। প্রাথমিক স্তরে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী মানসম্পন্ন শিক্ষা পায় না বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। গত ডিসেম্বরে এডুকেশন ওয়াচ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক 'বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই খাতে অর্জনের তুলনায় অপচয় বেশি বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। এই মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। তবে প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৪৮ ভাগ শিক্ষার্থীর ঝরিয়া পড়ার হার সত্যই উদ্বেগজনক। প্রতি বৎসর প্রথম শ্রেণীতে যত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাইতে এত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরিয়া পড়া অব্যাহত থাকিলে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন অনিশ্চিত থাকিয়া যাইবে। এ বৎসর চালু হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ২০ শতাংশের অনুপস্থিতি এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ফেল করার একটি অর্থ হইল স্কুলে মানসম্মত শিক্ষা না পাওয়া। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো না পড়াইলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে ভয় পাইবে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্যের হারও বাড়িবে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ হইল শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা। প্রাথমিক শিক্ষা লইয়া এ যাবৎ সরকারি নানা কর্মসূচি সত্ত্বেও সেই লক্ষ্য আজও অর্জিত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে আরো দায়িত্ববান হইতে হইবে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরিয়া পড়ার হার সম্পর্কে বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য ও বই কিনিতে না পারাকে প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে চলতি বৎসরে সময়মতো প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে সব বই পৌঁছাইতে পারা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তদুপরি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলমুখি করার জন্য সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিও সহায়ক হইবে। তবে প্রতিবৎসর পরীক্ষায় যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে উহা দারিদ্র্যের জন্য যতটা, তার চেয়ে বেশি শিক্ষকদের পাঠদানে অদক্ষতা ও অনীহার কারণেও। প্রাথমিক শিক্ষার মান ধরিয়া রাখিতে নূতন প্রবর্তিত স্কুল সমাপনী পরীক্ষা সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকেরা কিছুটা হইলেও জবাবদিহির আওয়তায় আসিবেন। শিক্ষানীতি কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ করিয়াছে। সরকার সুপারিশগুলি বিবেচনায় আনিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে বলিয়া আমরা আশা করি। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ও মানোন্নয়নের জন্য অভিভাবক, তথা স্থানীয় জনগণের অংশীদারি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এ জন্য শুধু প্রাথমিক স্তরে নয়, শিক্ষার সর্বস্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষাগ্রহণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সমাজে আশার আলো উজ্জ্বল করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িলে শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ানো কঠিন হইবে। এক সময় শিশুদের পড়ানো হইতো 'লেখাপড়া করে যে—গাড়িঘোড়া চড়ে সে।' অনুরূপভাবে বর্তমান সমাজেও মানসম্পন্ন শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া সমাজে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব হইবে—এই সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।